International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 139-141
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 24-03-2026
Accepted: 03-04-2026
Publish : 04-04-2026

Subrata Malick
Visiting Faculty (Philosophy),
Panchla Mahavidyalaya,
Raghudevpur,Uluberia,
Howrah-711322

Correspondence:
Subrata Malick
Visiting Faculty (Philosophy),
Panchla Mahavidyalaya,
Raghudevpur,Uluberia,
Howrah-711322

বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে প্রকৃতিভাবনা

Subrata Malick

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19429177

Abstract-

বৌদ্ধ দর্শন মূলত মানবজীবনের বাস্তব সমস্যা দুঃখ-কষ্ট থেকে অবসানের সাথে সম্পর্কিত। মানব সমাজ যেহেতু প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়াই রচিত হয় মানবজীবন। কুশল ও অকুশল কর্মের প্রেক্ষিতেই রচিত হয় মানবজীবনের সুখ এবং দুঃখপ্রাপ্তি। বৌদ্ধ দর্শনে যদিও পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের বিষয়গুলি সরাসরি পাশ্চাত্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার নির্দিষ্ট তত্ত্বের ন্যায় আলোচিত হয়নি। তবে বৌদ্ধ দর্শন ও নীতিশাস্ত্র যথাযথ অনুধাবন করলে প্রকৃতির প্রতি একটি কোমল সহনশীলতার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, যা বর্তমান প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে। সর্বোপরি আমাদের মানব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে শীল নিয়ম ও ধুতাঙ্গ নিয়ম খুবই অর্থবহ যা আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নৈতিক শিক্ষাও প্রদান করে।

Keywords-

প্রকৃতি, বৃক্ষমণ্ডলী, মনুষ্যজগৎ, নৈতিকনিয়ম, ব্রহ্মবিহার।

ভূমিকা- জার্মান শব্দ 'Environ' থেকে পরিবেশ বা Environment শব্দটি আগত। এর অর্থ হল কোনো জীবের চারপাশে অবস্থানকারী সজীব উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং জড় অর্থাৎ মাটি, জল, বাতাস ও আলোর সমন্বয়।

বৌদ্ধ মতানুযায়ী পালি ত্রিপিটক গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের শিক্ষায় জড় জগতের বস্তুনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ আছে। জগত, বিশ্ব ও পৃথিবী বলতে মূলত লোক শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই লোক সাধারণত তিন প্রকার-

১. গঠন জগৎ (Sankhāra Loka)

২. জীব জগৎ (Satta Loka)

৩. মহাকাশের জগৎ (Akāsa Loka)[১]

এই তিন লোকের দ্বারাই আমরা যাকে প্রকৃতি বলি অর্থাৎ জড়জগত ও জীবজগত সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বুদ্ধের মতে- "চন্দ্র সূর্য নিজ নিজ পথে যতদূর পর্যন্ত বিচরণ করে তাদের দীপ্তিতে সকল দিক আলোকিত করে, ততদূর পর্যন্ত এই সহস্রগুণ জগৎ-ব্যবস্থা বিস্তৃত। তার মধ্যে রয়েছে সহস্র সূর্য, সহস্র চন্দ্র, সহস্র পর্বতপতি সিংহ, সহস্র জম্বুদীপ, সহস্র অপরগোয়ন এবং সহস্র ব্রহ্মলোক। একেই 'সহস্র ক্ষুদ্র জগতের ব্যবস্থা' বলা হয়।"[২]

জগতের ভৌগোলিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সিনেরু পর্বতকে কেন্দ্র করে চারটি মহাদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- উত্তর কুরু, পূর্ব বিদেহ, গোথার এবং জম্বুদ্বীপ।

এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হল ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ ত্রিকোন আকৃতিবিশিষ্ট রাজা অশোকের শাসনাধীন ১০,০০০ যোজন বিস্তৃত গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, অচিরবতী এবং মহী এই পঞ্চনদী প্রবাহিত।[৩]

জগতের মৌলিক উপাদান বা ধাতু হল ছয়টি। যথা- পঠবী (পৃথিবী) ধাতু, আপো (আপ্) ধাতু, তেজধাতু, বায়ো (বায়ু) ধাতু, আকাশ (নভো) ধাতু এবং বিঞঞান (বিজ্ঞান) ধাতু। এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি মৌলিক ধাতু বা মহাভূতের সমন্বয়ে জগত গঠিত।[৪]

বৃক্ষমণ্ডলী-

বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে বৃক্ষের আকস্মিক যোগ আছে। বুদ্ধদেব রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও লুম্বিনী বন উদ্যানে শাল গাছের ছায়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধগয়ায় অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে কঠোর সাধনায় বোধিজ্ঞান লাভ করেন। এই বৃক্ষটি মর্যাদাসম্পন্ন ও গৌরবময় সম্বোধিবৃক্ষ বা বোধিদ্রুম নামে পরিচিত।[৫] বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতমবুদ্ধ বহুস্থানে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যেতেন ও তাঁর সম্মানে মঠ নির্মিত হত সেগুলি মূলত অরণ্য কেন্দ্রিক ছিল। রাজা বিম্বিসারের অনুগ্রহে প্রথম নির্মিত বেলুবন বিহার। এই বেলুবন শব্দের অর্থ হল বাঁশের অরণ্য। আরো অনেক বিহারের উল্লেখ আমরা দেখে থাকি। যেমন- জেতবন মন্দির এবং পন্ডিত জীবক নির্মিত উদ্ভাবন মন্দির বা জীবকম্পবন এই মঠ বা আবাসগুলি অরণ্য সম্পর্কিত।

এমনকী বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের ঘটনা যেটি মল্লরাজ্যের রাজধানী 'উপবর্তন' নামক স্থানে বুদ্ধ দুটি পাশাপাশি শালবৃক্ষতলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপরিনির্বান লাভ করেন এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় মল্লরাজাদের মুকুটবন্ধন উদ্যানে।

সাধারণভাবে বন একটি প্রাকৃতিক, নির্মল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রদান করে যা নির্জনতা ও নীরবতা অন্বেষণকারীদের জন্য অত্যন্ত ধুতাঙ্গ নিয়মের উল্লেখ আছে যা মিলিন্দপঞ্ঞেহ ধুতগুণ বলে পরিচিত। সেখানে ৮ম নিয়ম হল- **অরঞ্ঞিক-অংগ-** (অরণ্যস্থানে বাসস্থান গ্রহণ করার নিয়ম)। ৯ম নিয়মটি হল **অব্ভোকাসিক অংগ-** (উন্মুক্তস্থানে বসবাসের নিয়ম)।

এই নিয়মগুলি মূলত বিশুদ্ধমগ্গে ক্লেশমোচনের উপায় রূপে নৈতিক শিক্ষা হলেও বৃক্ষরাজির প্রতি সংরক্ষণের বার্তায় যেন প্রকাশিত হয়েছে।[৬]

পশুপাখি-

সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ে জাতকের গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে ৫৫০ টি গল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পশুপাখি রূপে জাতক জন্মগ্রহণ করে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছেন।

বুদ্ধের সময়কালে ভারতীয় বৈদিক সমাজব্যবস্থায় পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। যজ্ঞের পশুকে আহুতিপ্রদান করা হত। দীঘনিকায় এর অন্তর্গত কুটদন্ত সূত্রে পশুহত্যা ব্যাতীত যজ্ঞসম্পাদনের নির্দেশ আছে ব্রাহ্মণ কুটদন্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনে উদ্যোগী হলে বুদ্ধের নিকট যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞান লাভে উপস্থিত হন যেখানে বুদ্ধদেব পশুহত্যা ব্যাতীত যজ্ঞসম্পাদনের নির্দেশ দেন এর ফলে শত শত গো, মোষ, কুক্কট ও শূকর মুক্ত হয়।[৭] অর্থাৎ এটি যেন প্রাণী ও পশু সংরক্ষণের এক অন্যতম নিদর্শন।

মনুষ্যজগৎ-

বৌদ্ধ দর্শনে মানুষকে Psycho-physical aspect অর্থাৎ জড় ও মন অর্থাৎ নাম-রূপের সমাহার অর্থাৎ ষড়ায়তন হল জীবিতেন্দ্রিয়ের ভিত্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি আয়তন হল ভৌতিক এবং ষষ্ঠ আয়তন অর্থাৎ মনায়তন চক্ষু, শ্রোতবিজ্ঞানাদির পঞ্চবিধি বিজ্ঞানের এবং নানা প্রকার মন বিজ্ঞানের সমষ্টির অন্যতম নাম মাত্র।

এই মানবজীবন হল ভালো ও মন্দের সমাহার কেননা কুশল অর্থাৎ ভালো এবং অকুশল অর্থাৎ মন্দ দ্বিবিধ কর্মই মানুষ সম্পাদন করে। মানুষের মধ্যে যেমন অবিদ্যা, অজ্ঞানতা বর্তমান ঠিক তেমনই মৈত্রী করুণা ও মুদিতা এ উপেক্ষার অবস্থান এই মানব মনেই।

এই কুশল কর্ম রূপ বিভিন্ন নৈতিক নিয়ম ও পালনীয় বিধি ভাবনার কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যা একই সঙ্গে নিজ জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি জীব ও প্রাণীকূলের উন্নতি সাধনও সম্ভব এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনারও যেন এক প্রকাশ।

প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রতীত্যসমুৎপাদক তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে জগতকে কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ রূপে গণ্য করা হয়েছে জগতের প্রতিটি ঘটনায় হল শর্তশাপেক্ষ অর্থাৎ দুঃখের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি। এই মুক্তির কারণ হল কুশল কর্মরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন এর অন্তর্গত **সম্যক কর্ম** – কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সবসময় কোন অপরাপর জীব ও মনুষ্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এবং অন্তর্গত পঞ্চম মার্গটি হল **সম্যক্ জীবিকা-** যার অর্থ হল অনবদ্য, নির্দোষ নিষ্পাপ জীবিকা। যে জীবিকার দ্বারা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষতিসাধন না হয় তার জন্য অস্ত্রবাণিজ্য, প্রাণীবাণিজ্য, বিষবাণিজ্য, নেশাদ্রব্যবাণিজ্য, মৎস্যবাণিজ্য, মনুষ্যবাণিজ্যে লিপ্ত না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে অহিংস হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮]

শীলপালন-

বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় শীল শব্দের অর্থ হল সদাচার যার অর্থ হল কায়িক ও বাচনিক কর্মের পরিশোধন বুদ্ধদেব মূলত এই শীলপালনকে কুশল কর্মরূপে বর্ণনা যার মাধ্যমে যাবতীয় দুঃখমুক্তির দ্বারা নির্বাণের আধার প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মে ২২৭ টি শীল নিয়মের উল্লেখ থাকলেও পঞ্চশীল নিয়মই হল প্রধান। যা গৃহী ও সকল ব্যক্তির পালনীয়। এই পঞ্চশীল নিয়মের প্রথম শীল হল-

পানাতিপাতা বেরমনী- অর্থাৎ প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকা। এই শীল নিয়মগুলির বারিত্র ও চারিত্র এই দুইভাবে প্রকাশ আছে। বারিত্র হল নিষেধমূলক অর্থাৎ প্রাণীহত্যা করবে না এবং চারিত্র্য অর্থে সদর্থক ভাবে প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের উন্নতিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[৯]

মানবপ্রেমে উন্নীত হওয়ার জন্য জীবজগতের উন্নতিকল্পে বৌদ্ধদর্শনে অমলিন শুদ্ধ শান্ত রূপে ব্রহ্মবিহার ভাবনার দ্বারা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনার মানসিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ঠিক তেমনভাবেই জীবজগত ও উদ্ভিদজগতের সঙ্গে সম্মীলিত ভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। **মৈত্রী ভাবনা** হল প্রসন্ন মনে ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ করে ক্ষমাশীল হয়ে নীজের মঙ্গলের কথা ভেবে আমরা নিজেরা কষ্টে যেমন ব্যথিত হই এবং সুখের কামনা করি ঠিক তেমনই জীব জগতের প্রতিও বন্ধুত্ব বা মিত্রতা ভাবাপন্ন হয়ে হিংস্রতার গ্লানি ত্যাগ করে জীবজগতও উদ্ভিতজগতেরও সুখের কামনা করতে হবে। দ্বিতীয় ভাবনাটি হল **করুণাভাবনা** এই ভাবনার অভ্যাসকারী ব্যক্তি হতভাগ্য, দীন দুঃখার্ত ব্যাধিক্লিষ্ট, বেদনাদীর্ণ খারাপপরিস্থিতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দেখে হৃদয়ে সহানুভূতির উদয় হয়। প্রাণী ও জীবজগতের দুর্দশার কথা চিন্তা করে করুণার বিস্তারের দ্বারা মনুষ্যজগত হতে প্রাণীজগত ভিন্ন এই ভাবনা ত্যাগ করে করুণাসিক্ত হয়ে চিত্ত সর্বসত্ত্বলোকের প্রতি প্রসারিত করে খারাপ পরিস্থিতি হতে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।

মুদিতা ভাবনার অনুশীলনের দ্বারা ঈর্ষা-মাৎসর্যহীন ভাবে আত্মপর ভেদজ্ঞানকে বর্জন করে প্রাণীকূলের উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে।

সাম্যভাব বা মধ্যস্থভাব প্রদর্শনের জন্য **উপেক্ষা ভাবনার** অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো জীব প্রিয় নয় আবার অপ্রিয়ও নয়। তবেই সকল জীবের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শিত হবে।

এই চার ভাবনার দ্বারা মানব সমাজের অগ্রগতির পাশাপাশি জীবজগতের উন্নতিবিধান হবে যা বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।[১০]

মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থান-এর প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি প্রকৃতি হতেই প্রাপ্ত হলেও, প্রকৃতি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা মূলত মিতব্যায়ীতার নিদর্শনই দেখতে পায়। ধূতাঙ্গনিয়মে প্রকৃতি সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- **পত্তপিন্ডিক-অংগ** অর্থাৎ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ। **খলুপচ্ছাভিত্তিক অংগ** পরবর্তী সময়ে পুনরায় খাদ্য গ্রহণ না করার নিয়ম এর মাধ্যমে মূলত যথেচ্ছভাবে প্রকৃতিসম্পদ ব্যবহারের বিরোধিতা করা হয়েছে। **পুংসুকূলিক-অংগ** পোশাককে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের পর পরিত্যাগ না করে ছিন্ন বস্ত্রকে সেলাই করে পরিধানের নির্দেশ আছে। এবং অরণ্য ও বৃক্ষমূলে উন্মুক্তস্থানে বসবাসেরও নির্দেশ আছে। এই বিষয়গুলি বর্তমান সময়ে অনুকরণীয় না হলেও

আমরা মূলত যুগোপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনার নির্দেশ অর্থাৎ প্রয়োজন অতিরিক্ত প্রকৃতি সম্পদ ব্যবহার না করার শিক্ষা পেতে পারি।[১১]

উপসংহার- বৌদ্ধ দর্শনের শীল নিয়ম, ধুতঙ্গ নিয়ম যথাযথ ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পরিবেশ ও প্রকৃতি শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের জন্যই নয় প্রকৃতিরও একটি স্বগত মূল্য আছে তাই নৃকেন্দ্রিক ভাবনা অর্থাৎ **"Man is the measure of all things"-Protogoras.** মানুষই হল সবকিছুর পরিমাপক মানুষ হল সমস্ত কিছুর মূল্য নির্ধারণকারী, জীবকূলের প্রধান ও কেন্দ্রে অবস্থানকারী এই ভাবনাকে পরিত্যাগ করার বাণীই যেন ধ্বনিত হয় বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত প্রকৃতি ভাবনায়।[১২] এই অহিংসার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই কলিঙ্গ যুদ্ধের পর চন্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হন। বৌদ্ধ শিক্ষা প্রচার, মানব কল্যাণ, বৃক্ষরোপণ, বিশ্রামাগার স্থাপন, কূপখনন ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হন।

মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'মহাবংশ' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মাশোক যখন নিজ পুত্র কন্যাকে বহির্দেশে প্রেরণ করে তখন মূলত ধর্মীয় কারণেই বুদ্ধের চিহ্নস্বরূপ বোধিবৃক্ষের চারাকেও প্রেরণ করতেন। যা একই সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব, পরিবেশ সচেতনতা ও বিশ্বশান্তির বার্তাবহনকারী।

Bibliography-

1. Pnra Raja Varamuni, A 'Dictonary of Buddhism', MahaChula Buddhist University, Bangkak, 1965. P. 207.
2. Wood Word F.L. Tran S, Anguttara-Nikya, VOL. 1 The Pali Text society, Londan, 1960, P. 207.
3. Law, B.C. Historical Geography of Ancient India, P.Q-11.
4. বৌদ্ধকোষ (Encyclopecaia of Buddhism) পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪-২০০৫, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯৩।
5. বড়ুয়া, মনোরঞ্জন, বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ২০১৬, পৃঃ-১৩।
6. বৌদ্ধকোষ (Encyclopeadia of Buddhism) পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪-২০০৫, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯৮।
7. শীলভদ্র, ভিক্ষু। দীখ নিকায় (অনুদিত), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১০৪।
8. চৌধুরী, সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।২০২১।পৃষ্ঠা- ৫১-৬০।
9. বৌদ্ধকোষ (Encyclopeadia of Buddhism) পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৭৯।
10. ব্রহ্মচারী, শ্রী শীলানন্দ। বিশুদ্ধিমার্গ- পরিক্রমা। মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্ট বোর্ড। ১৯৯৭। বসুনগর। পৃষ্ঠা- ৫৬-৬৫।
11. বৌদ্ধকোষ (Encyclopeadia of Buddhism) পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯৭-৬৯৯।
12. পাল, সন্তোষ কুমার। ফলিত নীতিশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড। কলকাতা লেডাঞ্চ বুকস-২০২১।